

**লেখকচারণ-২(২৭.৬.২০)**

**\*\*কবিতার সারমর্ম এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমরা বাংলা ভাষার কথা বলি। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ঠাকুরদা-ঠাকুমা সকলেই বাংলায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলায় কথা বলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করেছিল, হরতাল করেছিল। তখন তাঁদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ছাত্রসহ অনেকেই মারা যান।

মাতৃভাষার চেয়ে প্রিয় আর কোন ভাষা হতে পারে না। বাংলাদেশের সব মানুষের ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা মাতৃভাষাতেই ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়। বাংলার সাধারণ মানুষের বোঝা এবং মনের ভাব প্রকাশ একমাত্র বাংলা ভাষাতেই তাদের কাছে সহজ মনে হয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে না নিয়ে তাই এই আন্দোলন করেছিল ছাত্রসহ সাধারণ মানুষেরা। নিজের জীবন বিপন্ন করতেও তারা দ্বিধা করেননি। ভাষার জন্য এমন ত্যাগ বিশ্বে বিরল। তাই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাংলায় কথা বলার সময় বিদেশি ভাষা ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

যেহেতু অনেক সংগ্রাম, আন্দোলন এবং অনেক শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের বাংলা ভাষাকে পেয়েছি তাই আমাদের উচিত বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করা। কালের পরিক্রমায় যেন এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য আমাদের বাংলা ভাষার শুদ্ধ চর্চা বাড়াতে পারি। বাংলা ভাষার সাথে মিশিয়ে অন্য কোন বিদেশী ভাষা ব্যবহার বর্জনে নিজে সচেতন থাকার পাশাপাশি কাছের মানুষদেরও সচেতন করে তুলতে হবে।

নতুন প্রজন্ম যাতে বাংলা ভাষা চর্চায় আগ্রহী হয় এজন্য তাদের মাঝে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পৌঁছে দেয়ায় সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে। জানাতে হবে এই করণ ইতিহাস এবং অর্জনের গল্প তবেই বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করা সম্ভব। কেননা নতুন প্রজন্মই বয়ে নিয়ে যাবে এই ইতিহাস তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে।



পৃষ্ঠা-১